142

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 1 1999
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৩

## সরকারী কলেজে বিপিএড নিয়োগ প্রসঙ্গে

প্রতিবৎসর দেশের দুইটি শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয় হইতে প্রায় পাঁচশত ছেলে-মেয়ে বিপিএড ডিগ্রী অর্জন করে। তাহাদের বেশীরভাগই বেসরকারী স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে শরীরচর্চা শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হয়। দেশে খেলাধুলার চর্চা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। উচ্চ বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। শরীরচর্চা শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার ন্যূনতম কোন কার্যক্রম নাই। অথচ সেখানে বিপিএড ডিগ্রীধারী একজন লোক আছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা পরিচালনার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোন বিপিএড ডিগ্রীধারী শিক্ষক নাই। ভারপ্রাপ্তদের দিয়া দায়সারাভাবে কাজ চালানো হইতেছে। এ প্রসঙ্গে সরকারী কলেজগুলির কথা বলা যায়। বর্তমানে অনেক সরকারী কলেজে বিপিএড ডিগ্রীধারী শরীরচর্চা শিক্ষকের পদ খালি রহিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এ সংক্রান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ। গত বৎসর সারাদেশের সরকারী বিদ্যালয়গুলির জন্য মাত্র ১২টি শূন্যপদে দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছিল। আমাদের দেশের বিপিএড ডিগ্রীর মান খুব একটা উন্নত নয়। তথাপি সম্প্রতি হাতেগোনা কিছু প্রকৃত ক্রীড়াবিদ বিপিএড পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করিতেছে। তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ক্রীড়া ও সাংগঠনিক দক্ষতা প্রণিধানযোগ্য। যে কোন স্কুল, মাদ্রাসা বা অখ্যাত কলেজে তাহারা কাজ করিতে আগ্রহী হয় না। আবার বিরাট অংকের 'ডোনেশান' যাহা এখন নিয়মে পরিণত হইয়াছে, তাহা দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানে সুযোগ করিয়া নেওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায়, পিএসসি সমীপে আকুল আবেদন, অনতিবিলম্বে সরকারী কলেজসমূহে শরীরচর্চা শিক্ষকের শূন্যপদগুলি পূরণের নিমিত্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বিপিএড ডিগ্রীধারীদের বেকার অবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হউক।

**সাইফ আহমেদ মুকুল,**
অবকাশ,
রাজার বাগান, সাতক্ষীরা।